আমীরে আহলে সুন্নাতের লিখনি: ৩য় অংশ

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩১৭
WEEKLY BOOKLET-317

আরবাঈনে আত্তার

আমীরে আহলে সুন্নাতের কলম শরীফে লিখিত

৪০টি হাদীসে মোবারকা

اَلْحَمْدُلِلّٰہ এই পুস্তিকায় আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রায়
৩৪ বছরের পুরনো লিখনিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

দোয়ায়ে আত্তার: হে মুস্তফার রব, যে ব্যক্তি ৪১ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তিকা "আরবাঈ'নে আত্তার" পড়বে বা শুনবে তাকে হাদীসের বরকতে সমৃদ্ধ করুন এবং পিতা-মাতা ও পরিবারসহ তাকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রথমে এটি পড়ুন

মহান আল্লাহর সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দ্বীন সর্ম্পকিত ৪০টি হাদীস মুখস্ত করবে, আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিন আলিমে দ্বীন হিসাবে তুলবেন এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হবো। **(শু'আবুল ঈমান, ২/২৭০, হাদীস: ১৭২৬)**

এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, মনে না থাকলেও চল্লিশটি হাদীস মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। **(আশি'আতুল লুমআ'ত, ১/১৮৬)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰه হাদীস শরীফের ভাষ্য মতে সেই ব্যক্তিও এই ফযীলত অর্জন করবে যে ৪০টি হাদীস ছাপিয়ে, দেখে বয়ান করে বা অন্য কোনো উপায়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে। সুতরাং এই ফযীলত অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ৪০টি হাদীস সম্বলিত 'আরবাঈ'নে আত্তার' উপস্থাপন করা হচ্ছে-

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযভী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

www.dawateislami.net

'র লিখিত চল্লিশটি হাদীস বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র লেখার শৈলী খুবই চমৎকার। তিনি "আল্লাহ" শব্দ দিয়ে লেখা শুরু করেছেন এবং এর পরে হাদীস শরীফের সাথে সবুজ গম্বুজের সদৃশ স্বাক্ষর তাতে জুড়ে দিয়েছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত কর্তৃক লিখিত মুবারক হাদীসগুলোর শুরুতে হাদীসগুলোর আরবী সংস্করণও সংযোজিত হয়েছে যাতে যারা মুখস্ত করতে চায় তাদের জন্য সহজ হয়। তাছাড়া হাদীস শরীফ বুঝতে প্রায়ই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, তাই যতটুকু সম্ভব এর সাথে ব্যাখ্যাও সংযোজন করা হয়েছে। مَاشَآءَاللّٰه ৩০ নং এবং ৩৪ নং হাদীসদ্বয় ৩০ বছর আগে এবং ৩১ নং হাদীসটি ৩৪ বছর আগে আমীরে আহলে সুন্নাত স্বহস্তে লিখেছিলেন। আল্লাহ পাক এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুক এবং যারা এই পুস্তিকা প্রকাশে সহায়তা করেছেন তাদেরও হাদীস শরীফের বরকতে সমৃদ্ধ করুক।

মদীনার বিরহ এবং বাক্বী' ও মাগফিরাত প্রত্যাশী
-আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী মাদানী عُفِيَ عَنْهُ

www.dawateislami.net

১. ৮০ বছরের গুনাহ মোচন

اَلصَّلَاةُ عَلَيَّ نُوْرٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غُفِرَ لَهُ ذُنُوْبُ ثَمَانِيْنَ عَامًا

(মুসনাদ আল-ফিরদাউস, ২/৪০৮, হাদীস: ৩৮১৪)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: আমার উপর দরূদ পাঠ পুলসিরাতে নূর হবে। যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর ৮০ বার দরূদ পাঠ করবে, তার ৮০ বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

হাদীসের ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরূদ পড়ার সাওয়াব হিসেবে পুলসিরাতের উপর এমন নূর থাকবে যা পুলসিরাতের উপর চলার জন্য আলোকিত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এখানে গুনাহ মাফ বলতে সগীরা গুনাহ মাফ হওয়া বোঝানো হয়েছে।

(সিরাজুল মুনীর শরহে জামিউস সাগীর, ২/২৮৩)

২. সর্বাধিক প্রিয়

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ عِنْدَهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهٖ

(মুসনাদ ইমাম আহমদ, ৬/৩০৩, হাদীস: ১৮০৬৯)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র বাণী: "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার নিজের জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয় না হই।"

হাদীসের ব্যাখ্যা: আল্লাহর সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র কাছে সর্বাধিক প্রিয় হওয়ার অর্থ হলো ইসলামকে মানা, তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা, তাঁকে যথাযথ সম্মান করা এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সন্তুষ্টি ও খুশিকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া। এমনকি নিজের সত্তা, সন্তান-

www.dawateislami.net

সন্ততি, পিতা-মাতা, প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদের চাইতেও সর্বাধিক প্রিয় মনে করা। **(আশিআ'তুল লুমআ'ত, ১/৫০)**

৩. ভালো কথা বলো নতুবা চুপ থাকো

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ

الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ

(বুখারী, ৪/১০৫, হাদীস: ৬০১৮)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তার উচিৎ হলো ভালো কথা বলা নতুবা চুপ থাকা।

হাদীসের ব্যাখ্যা: এই হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, যখন কেউ কথা বলতে চায়, তখন সে যেন বিবেচনা করে - সে যে কথা বলছে তাতে সাওয়াব আছে কি না। যদি সাওয়াব থাকে, তাহলে কথা বলা যাবে। আর যদি গুনাহের কারণ হয়, তাহলে পরিহার করতে হবে। আর যদি এমন কথা বলতে মন চায় যাতে সাওয়াব অথবা গুনাহ কোনোটিই নেই বরং মুবাহ; তবে তাও পরিহার করা শ্রেয় যাতে মুবাহ বিষয়ে কথা বলার অভ্যাস পরবর্তীতে অবৈধ ও হারাম কথা বলার পর্যায়ে চলে না যায়। ইমাম শাফিঈ' رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন, যখন কেউ কথা বলতে চায়, তখন তার উচিৎ (কথা বলার আগে) চিন্তা করা। যদি তার কাছে স্পষ্ট হয় যে কথা বলা তার জন্য ক্ষতিকর নয়, তবে বলা যাবে। আর যদি কথা বলার ক্ষতি তার কাছে স্পষ্ট হয় বা (ঐ কথা ক্ষতিকর হওয়া) নিয়ে সন্দেহ থাকে তবে কথা বলা অনুচিৎ। **(শরহে মুসলিম, ইমাম নাবাওয়ী, ২/১৯)**

www.dawateislami.net

৪. জান্নাতীদের প্রথম খাবার

وَاَمَّا اَوَّلُ طَعَامٍ يَاْكُلُهٗ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوْتِ

(বুখারী, ২/৬০৫, হাদীস: ৩৯৩৮)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: জান্নাতীগণ সর্বপ্রথম যে খাবারটি গ্রহণ করবে তা হলো মাছের কলিজার কিনারা।

হাদীসের ব্যাখ্যা: মাছের কলিজার এই অংশটি সবচেয়ে সুস্বাদু। এই মাছ সর্ম্পকে আরও বলা হয় যে এটি ঐ মাছ যার উপর পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে। **(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ১০/১৮৯, হাদীস: ৫৮৭০)**

৫. ভালো করো, ভালো হবে

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(বুখারী, ২/১২৬, হাদীস- ২৪৪২)

রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যে ব্যক্তি একজন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন।"

হাদীসের ব্যাখ্যা: سُبْحٰنَ الله! কতই মধুর প্রতিশ্রুতি! তোমরা যদি অপর মুসলিম ভাইকে সাহায্য করো, তবে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমরা যদি মুসলমানের অভাব পূরণ করো, তবে আল্লাহ তোমাদের অভাব পূরণ করবেন। বোঝা গেলো, একজন বান্দা অপর বান্দার অভাব পূরণ করতে পারে। এটা শিরক নয়। একজন বান্দা অপর বান্দার অভাব পূরণকারী ও বিপদে সাহায্যকর্তা। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫৫১)**

দুঃখ-কষ্ট দূর করা বলতে বোঝায় মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা বা কমানো। একজন গরিবকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, অসুস্থ ব্যক্তির

www.dawateislami.net

জন্য ঔষধ ও ডাক্তারের ব্যবস্থা করা, কারো প্রতি অন্যায়-অবিচার দূর করার চেষ্টা করা সবই এর অর্ন্তভূক্ত।

৬. পরিপূর্ণ ঈমানের আলামত

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ

(বুখারী, ১/১৬, হাদীস: ১৩)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা নিজের জন্য যা পছন্দ করো তা তোমাদের ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করবে না।

হাদীসের ব্যাখ্যা: এ হাদীসে পাকে ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ ঈমান উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে আবশ্যক হলো নিজের জন্য যা অপছন্দনীয় তা অন্যের জন্যও অপছন্দ করা। অর্থাৎ মানুষের চাওয়া হলো- আমরা আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্মানের সাথে বেঁচে থাকি। কেউ যেন আমাদের অপমান না করে; কেউ যেন আমাদের ক্ষতি না করে।

একইভাবে তার এই চাওয়াও থাকা উচিৎ - আমার ভাইও যেন সম্মানের সাথে আনন্দে থাকুক। সে অপমান থেকে বেঁচে থাকুক এবং তার অধিকার সুরক্ষিত থাকুক। প্রত্যকেই এ স্বভাবে অভ্যস্ত হলে সমাজ পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে এবং সমাজের সবাই সুখে- শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সমাজের যত ঝগড়া-ফ্যাসাদের ভিত্তি হলো মানুষের সংকীর্ণ মানসিকতাপ্রসূত চাওয়া - "সবকিছু আমার হোক আর অন্যরা বঞ্চিত থাকুক"। বিনয়, মানবতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, উপকার ও সদাচরণ করার জন্য এ হাদীস সবচেয়ে উত্তম অনুপ্রেরণা। **(নুযহাতুল ক্বারী, ১/৩১৪)**

www.dawateislami.net

৭. পরিপূর্ণ মুসলমান

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَ يَدِهٖ

(বুখারী, ১/১৬, হাদীস: ১১)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।

হাদীসের ব্যাখ্যা: একজন পরিপূর্ণ মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি যে আক্ষরিক অর্থে ও শরীয়তের দৃষ্টিতে - সর্বক্ষেত্রে মুসলমান। আর মুমিন হলো সেই ব্যক্তি যে কোনো মুসলমানের গীবত, গালি, কটূক্তি করে না; মারধর করে না এবং তার বিরুদ্ধে কিছু রচনা করে না। এই হাদীসটি নৈতিকতার পূর্ণাঙ্গতার দৃষ্টান্ত। **(মিরআতুল মানাজীহ, ১/২৯)**

৮. আগুনের চাদর

اِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا اَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ, قَالَ: فَفَزِعَ النَّاسُ, فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ اَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ, اَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِرَاكٌ مِنْ نَّارٍ اَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ

(মুসলিম, হাদীস: ৬৯, পৃষ্ঠা: ৩১০)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: (খায়বার যুদ্ধের গনিমতের সম্পদ থেকে) একটি চাদর যা একজন ক্রীতদাস খিয়ানত করে লুকিয়ে রেখেছিলো; (মৃত্যুর পর সেই চাদরটি) তা আগুন হয়ে অবশ্যই তাকে দগ্ধ করবে এ ঘটনা শুনে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো আর জুতার একটি ফিতা নিয়ে এলো যা গনিমতের সম্পদ বণ্টন হওয়ার আগে নিয়েছিলো। তা দেখে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, এ হলো আগুনের ফিতা।

www.dawateislami.net

৯. ফজর ও ইশার নামায জামাতে আদায়ের সাওয়াব

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ,

وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

(মুসলিম, হাদীস: ২৫৮, পৃষ্ঠা: ১৪৯১)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যে ইশার নামায জামাত সহকারে পড়লো সে যেন অর্ধ রাত ক্বিয়াম করলো এবং যে ফজরের নামায জামাত সহকারে পড়লো সে যেন পুরো রাত ক্বিয়াম করলো।

হাদীসের ব্যাখ্যা: এই হাদীসের দুটি অর্থ হতে পারে ১. জামাত সহকারে ইশার নামাযের সাওয়াব অর্ধ রাত ইবাদতের সমান এবং জামাত সহকারে ফজরের নামাযের সাওয়াব রাতের বাকি অংশের ইবাদতের সমান। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দুই ওয়াক্ত নামায জামাতে সহকারে পড়বে সে পুরো রাত ইবাদতের সাওয়াব পাবে। ২. ইশার জামাতের সাওয়াব অর্ধরাতের ইবাদতের সমান এবং ফজরের জামাতের সাওয়াব পুরো রাত ইবাদতের সমান। কারণ তা (অর্থাৎ ফজরের জামাত) ইশার জামাতের চেয়ে কষ্টদায়ক (অর্থাৎ নফসের জন্য বোঝা)। তবে উভয় অর্থের মাঝে প্রথম অর্থটি অধিক শক্তিশালী।

কিছু উলামা বলেন, "জামাত পড়ার অর্থ হলো তাকবীরে ঊলা (জামাতের প্রথম তাকাবীর) পাওয়া"।**(মিরআতুল মানাজীহ, ১/৩৯৬)**

১০. নেকীর পথ দেখানোর পুরস্কার

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ, فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ

(মুসলিম, হাদীস: ৪৮৯৯, পৃষ্ঠা: ৮০৯)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: "যে ব্যক্তি কাউকে নেকীর পথে পরিচালিত করবে, সেও ঐ নেক কাজ সম্পাদনকারীর সমান সাওয়াব লাভ করবে।"

নেক কাজ নিজে সম্পাদনকারী, অন্যকে দিয়ে সম্পাদন করানো ব্যক্তি, নেকীর পথ প্রদর্শক, উপদেশদাতা সবাই সাওয়াবের হকদার।

(মিরআতুল মানাজীহ, ১/১৯৪)

১১. নম্র হৃদয়

مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ, يُحْرَمِ الْخَيْرَ

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০৭২, হাদীস: ৬৫৯৮)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

হাদীসের ব্যাখ্যা: আল্লাহ যার প্রতি সদয় হন তাকে নম্র হৃদয়ের অধিকারী বানান, আল্লাহ যার উপর নারাজ হন, তার হৃদয়কে কঠিন করে দেন। কঠিন হৃদয়ে কারো কোনো উপদেশ প্রভাব ফেলে না।

১২. সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিত্যাগ করা

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ

(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ৪/২৩২, হাদীস: ২৫২৬)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যে বিষয় তোমাকে সন্দেহে ফেলে, তা পরিত্যাগ করো এবং যে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তা অবলম্বন করো।

হাদীসের ব্যাখ্যা: ভালো কিনা মন্দ, হালাল কিনা হারাম - এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকলে তা ত্যাগ করে ঐ বিষয় গ্রহণ করো যাতে

www.dawateislami.net

কোনো সন্দেহ নেই এবং বিষয়টি ভালো ও হালাল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা বিদ্যমান। **(ফায়যুল ক্বাদির, ৩/৭০৬)**

এই হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের উচিৎ কোনো কাজ ইয়াক্বীনের (নিশ্চিত হওয়া) ভিত্তিতে করা **(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ৬/২৪)**

১৩. সদকার বরকত

اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ

(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ২/১৪৬, হাদীস: ৬৬৪)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: নিশ্চয়ই সদকা রবের ক্রোধকে প্রশমিত করে এবং মন্দ মৃত্যু থেকে দূরে রাখে।

হাদীসের ব্যাখ্যা: প্রথমত, দানশীল ব্যক্তির উপর দুনিয়াবি কোনো বিপদ আসে না। যদি পরীক্ষাস্বরূপ কোনো বিপদ আসেও তবে আল্লাহ পাক তাকে মানসিক প্রশান্তি দান করেন, যার ফলে সে ধৈর্যধারণ করে সাওয়াব অর্জন করে। মোটকথা, বিপদ তার জন্য পাপের উপলক্ষ হয় না, বরং মাগফিরাতের সুসংবাদ বয়ে আনে। যে বিপদের সাথে পাপ থাকে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব এবং যে বিপদের সাথে মাগফিরাত থাকে তা তাঁর পক্ষ থেকে রহমত।

১৪. দোয়া করুন

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ اللهُ لَهٗ عِنْدَ الشَّدَائِدِ

وَالْكَرَبِ فَلْيُكْثِرُ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ

(তিরমিযী, ৫/২৪৮, হাদীস: ৩৩৯৩)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: "যে ব্যক্তি চায় যে বিপদের সময় আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করুক, তার উচিৎ সুখের সময় বেশি করে দোয়া করা।"

হাদীসের ব্যাখ্যা: এর কারণ সুস্পষ্ট যে কেবল দুঃখের সময় দোয়া করা এবং সুখের সময় আল্লাহকে ভুলে যাওয়া স্বার্থপরতার শামিল। সবসময় দোয়া চাওয়ার নাম হচ্ছে প্রকৃত আনুগত্য। আল্লাহ পাক স্বার্থপরতা পছন্দ করেন না এবং আনুগত্য পছন্দ করেন।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৩/২৯৭)

১৫. লজ্জা দেবেন না

مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ

(তিরমিযী, ৪/২২৬, হাদীস: ২৫১৩)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যে ব্যক্তি তার ভাইকে (এমন) গুনাহের জন্য লজ্জা দেয় (যা থেকে সে তাওবা করেছে), তবে মৃত্যুর আগে সে নিজেই ঐ গুনাহে লিপ্ত হবে।

হাদীসের ব্যাখ্যা: গুনাহ বলতে এমন গুনাহকে বোঝায় যার জন্য সে তাওবা করেছে অথবা অতীতের গুনাহ যা মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে অথবা এমন গোপন গুনাহ যা সর্ম্পকে মানুষ অবগত নয়। আর এখানে শর্ত হলো লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্য তাওবার জন্য উৎসাহ দেওয়া নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো নেহাত নিজের রাগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা। তাছাড়া এমন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে নিজেই সেই গুনাহ করবে এবং অপমানিত হবে। স্বয়ং আল্লাহ পাক জালিমের কাছ থেকে মজলুমের প্রতিশাধ নেন।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৪৭৩)

www.dawateislami.net

১৬. জান্নাতী যুবকদের সর্দার

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ৫/৪২৬, হাদীস: ৩৭৯৩)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: হাসান এবং হুসাইন জান্নাতের যুবকদের সর্দার।

হাদীসের ব্যাখ্যা: যারা যুবক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে হাসনাইনে কারিমাইন (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) তাদের সর্দার। অন্যথায় জান্নাতে সকলেই যুবক অবস্থায় থাকবে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৭৫)**

১৭. সর্বশেষ নবীর সাথী

اَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ وَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ

(তিরমিযী, ৫/৩৭৮, হাদীস: ৩৬৯০)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: হে আবু বকর, হাওযে কাউসার ও গুহায় তুমি আমার সাথী।

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ, দুনিয়া ও আখিরাতে তুমি আমার সাথেই থাকবে। সিদ্দিক্বে আকবর হাওযে কাউসারে পানপাত্র নিয়ে সঙ্গী হবেন।

(মাত্বলা'উল ক্বমরাইন, পৃষ্ঠা: ১৮০)

গুহায় রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাথে সিদ্দিক্বে আকবরের অবস্থান- তার এমন একটি বিশেষ মর্যাদা যা অন্য কারো ভাগ্যে জুটে নি।

(লুম'আতুত তানক্বীহ, ৯/৬০০, ৬০২৮ নং হাদীসের টীকা)

১৮. সম্মানের পোশাক

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي اَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ اِلَّا كَسَاهُ اللهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(ইবনে মাজাহ, ২/২৬৮, হাদীস: ১৬০১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যে মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ-কষ্টে সমবেদনা জানাবে, মহান আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সম্মানের পোশাক পরাবেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা: সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং সমবেদনা জ্ঞাপন কেবল মৃত্যুর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়। দাফনের আগে হোক কিংবা পরে; মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করা মুস্তাহাব।

(তায়সীর বিশারহি জামিই'স সাগীর, ২/৩৬৬; ফায়যুল ক্বাদির, ৫/৬৩২, ৮০৯২ নং হাদীসের টীকা)

১৯. তিলাওয়াতের সময় কান্না করা সাওয়াবের কাজ

فَإِذَا قَرَأْتُمُوْهُ فَابْكُوْا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا.

(ইবনে মাজাহ, ২/১২৯, হাদীস: ১৩৩৭)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় কান্না করো এবং যদি কান্না করতে না পারো, তবে কান্নার ভান করো।

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা যাতে অশ্রু প্রবাহিত হয়। এভাবে তিলাওয়াত করলে তিলাওয়াতকারীর অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয় যার ফলে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। **(হাশিয়া সিন্দী আলা সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/৪০২)**

ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় কাঁদার উপায় হলো কুরআনের সর্তকবাণী (অর্থাৎ উপদেশ), শাস্তি, প্রতিশ্রুতি এবং অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করা। তারপর আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয় প্রতিপালনে নিজের গাফেলতি নিয়ে চিন্তা করলে অবশ্যই হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে এবং তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরবে। যদি পবিত্র আত্মার

www.dawateislami.net

অধিকারীদের মতো হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত ও চোখ অশ্রুসজল না হয় তবে কান্না না আসা ও দুঃখিত না হওয়ার কারণে বিষাদগ্রস্ত হওয়া উচিৎ। কারণ এটিই তার জন্য সবচেয়ে বড় মুসিবত। **(ইহয়াউল 'উলূম, ১/৮৩৬, হাদীস: ৮৩৭)**

২০. উদ্দেশ্য পূরণ

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

(ইবনে মাজাহ, ৩/৪৯০, হাদীস: ৩০৬২)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয়, সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা: কারণ, যমযমের পানি হচ্ছে সকল পানির সর্দার, সকল পানির শ্রেষ্ঠ, মর্যাদার বিবেচনায় সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং মনের পছন্দনীয়। কারণ আল্লাহ পাক তার খলীলের (অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام 'র) পুত্রের (অর্থাৎ হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام'র) তৃষ্ণা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য এ পানি পাঠিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্য পূরণের ধারাবাহিকতা পরবর্তীদের জন্যও অব্যাহত থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে তা পান করবে তার প্রয়োজন পূরণ হবে। অনেক উলামা কিরাম তাদের মনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তা পান করেছেন এবং তাতে তাদের মনোষ্কাম পূর্ণ হয়েছিলো।

(ফায়যুল ক্বাদির শরহে জামিউ'স সাগীর, ৭/২৭৩)

২১. চারা লাগানো মানে গাছ বড় করা

مَنْ بَنٰى بُنْيَانًا مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ اَوْ غَرَسَ غَرْسًا فِيْ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ كَانَ لَهٗ اَجْرٌ جَارٍ مَا انْتُفِعَ بِهٖ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى

www.dawateislami.net

(ইমাম মুসনাদ আহমদ, ৫/৩০৯, হাদীস: ১৫৬১৬)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যে ব্যক্তি জুলুম বা বাড়াবাড়ি ব্যতীত কোনো ঘর নির্মাণ করে অথবা জুলুম বা বাড়াবাড়ি ব্যতীত কোনো চারা রোপণ করে, যতক্ষণ আল্লাহর সৃষ্টিকূল থেকে কোনো সৃষ্টি তা হতে উপকৃত হবে তবে ঐ (রোপণকারী) সাওয়াব পেতে থাকবে।

হাদীসের ব্যাখ্যা: জানা গেলো আল্লাহর সৃষ্টি উপকৃত হয় এমন কিছু করা জায়িয যদি এতে কোনো জুলুম বা বাড়াবাড়ি না থাকে।

(শরহে মুশকিলুল আসার, ২/৪১৪, হাদীস : ৯৫৭)

২২. পাঁচের আগে পাঁচ

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ. وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ.

وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

(মুসতাদরাক, ৫/৪৩৫, হাদীস: ৭৯১৬)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের আগে গনিমত মনে করো। ১. যৌবনকে বার্ধ্যক্যের আগে ২. সুস্থতাকে অসুস্থতার আগে ৩. সচ্ছলতাকে দরিদ্রতার আগে ৪. অবসরকে ব্যস্ততার আগে এবং ৫. জীবনকে মৃত্যুর আগে।

হাদীসের ব্যাখ্যা: একজন জ্ঞানী ব্যক্তি সন্ধ্যায় বসে বসে সকালের অপেক্ষা করে না এবং সকালে বসে বসে সন্ধ্যার অপেক্ষা করে না। বরং সে চিন্তা করে তার আগেই যদি মৃত্যু চলে আসে! তাই সে এমন নেক আমল করে যা মৃত্যুর পরে তার উপকারে আসবে। একইভাবে সে সুস্থতার সময়কালকে গনিমত মনে করে নেক আমল করতে থাকে।

www.dawateislami.net

২৩. আরববাসীর প্রতি ভালোবাসা

اَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ لِاَنِّیْ عَرَبِیٌّ وَالْقُرْاٰنُ عَرَبِیٌّ وَلِسَانُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِیٌّ

(মুসতাদরাক, ৫/১১৭, হাদীস: ৭০৮১)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: তিনটি বিষয়ের কারণে আরবদের ভালোবাসো যে- আমি আরবী, কুরআনও আরবী এবং জান্নাতীদের ভাষাও আরবী।

হাদীসের ব্যাখ্যা: আরব বলতে এখানে আরবের মুমিনরা উদ্দেশ্য। আরবের মুমিনরা আমাদের মাথার মুকুট। কেননা, তারা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রতিবেশী। মিরক্বাতে উল্লেখ আছে - রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন আরবী, কুরআন আরবী, জান্নাতের ভাষা আরবী, কবরের হিসাব-কিতাব হবে আরবীতে। আরবী ভাষা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি অলঙ্কারপূর্ণ এবং সারসংক্ষেপময় ভাষা। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে জাহান্নামীদের ভাষা আরবী হবে না। আরো জানা যায়, কুরআন হচ্ছে তাই যা আরবী ভাষায় বিদ্যমান। কুরআনের অনুবাদ কুরআন নয় এবং নামাযে তিলাওয়াতের অনুপযুক্ত। হজরত জিবরীল عَلَيْهِ السَّلَام হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র কাছে কুরআন আরবী ভাষায় তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন। কতিপয় আলিম বলেছেন যে মৃত্যুর সাথে সাথে সবার ভাষা আরবী হয়ে যায়। এজন্য কবর ও হাশরের যাবতীয় কাজ আরবী ভাষাতেই সম্পাদিত হবে এবং জান্নাতবাসীদের ভাষা হবে আরবী । **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৩৩৩)**

২৪. শরীরের জন্য আগুন হারাম

مَنْ صَلَّى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ حَرَّمَ اللهُ بَدَنَهٗ عَلَى النَّارِ

(মু'জাম কাবীর, ২৩/২৮১, হাদীস: ৬১১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যে ব্যক্তি আসরের আগে চার রাকাত (অর্থাৎ আসরের সুন্নাত) পড়বে, আল্লাহ তার শরীরকে আগুনের জন্য হারাম করে দেবেন।

এই চার রাকাত সুন্নাত আদায়কারীদের জন্য আরও দুইটি বরকতময় হাদীসে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রহমতের দোয়া এবং দোযখের আগুন জন্য হারাম হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

(ফাতহুর রব্বানী, ৪/২০৪)

২৫. মাথায় লোহার পেরেক

لَاَنْ يُطْعَنَ فِىْ رَأْسِ اَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَنْ يَمَسَّ اِمْرَاَةً لَا تَحِلُّ لَهٗ

(মু'জাম কাবীর, ২০/২১১, হাদীস: ৪৮৬)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: তোমাদের কারো মাথায় লোহার পেরেক বিদ্ধ হওয়া তার চেয়ে উত্তম যে সে এমন কোনো মহিলাকে স্পর্শ করবে যে তার জন্য হালাল নয়।

<u>হাদীসের ব্যাখ্যা</u>: হাদীস শরীফে লোহার পেরেক বা সূঁচ ইত্যাদির বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হচ্ছে এগুলো যন্ত্রণাদায়ক বস্তুসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক। এ কেবল গায়র-মাহরাম নারীকে স্পর্শ করার শাস্তি। তাহলে, ঐ ব্যক্তির কী পরিণতি হবে যে এর চেয়েও মারাত্মক গুনাহ অর্থাৎ গায়র-মাহরাম নারীর সাথে কুকর্ম করে?

(তায়সীর বিশারহি জামিই'স সাগীর, ২/২০৮)

২৬. সর্বোত্তম আমল

اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللهِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ اِدْخَالُ السُّرُوْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

(মু'জাম কাবীর, ১১/৫৯, হাদীস: ১১০৭৯)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: আল্লাহর কাছে ফরয আদায়ের পর সর্বোত্তম আমল হলো একজন মুসলমানের মন খুশি করা।

২৭. কালো মুখ

اَلْمُصِيْبَةُ تُبَيِّضُ وَجْهَ صَاحِبِهَا يَوْمَ تَسْوَدُّ الْوُجُوْهُ

(মু'জাম আউসাত, ৩/২৯০, হাদীস: ৪৬২২)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: বিপদ সে দিন তার অধিকারীর (অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির) মুখ উজ্জ্বল করবে যে দিন মুখগুলো কালো থাকবে।

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ রোজ কিয়ামতে বিপদগ্রস্তদের মুখমণ্ডল শুভ্র ও উজ্জ্বল হবে এবং বাতিলদের মুখ কালো থাকবে - চারদিক থেকে অন্ধকার তাদের ঘিরে ফেলবে। **(ফায়যুল ক্বাদির, ৬/৩৫৪, ৯২১৮ নং হাদীসের টীকা)**

২৮. মা-বাবার কবরে উপস্থিতি

مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْ اِحْدَاهُمَا فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهٗ وَكُتِبَ بَرًّا

(শু'আবুল ঈমান, ৬/২০১, হাদীস: ৭৯০১)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যে ব্যক্তি প্রতি জুমার দিন তার মা-বাবা উভয়ের বা একজনের কবর যিয়ারত করবে, তাকে মাফ করে দেওয়া হবে এবং তাকে নেককার হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে।

এখানে জুমা বলতে হয় শুক্রবারের দিন অথবা পুরো সপ্তাহ উদ্দেশ্য। উত্তম হলো, প্রতি শুক্রবার মা-বাবার কবর যিয়ারত করা। যদি সেখানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে প্রতি শুক্রবার তাদের জন্য ঈসালে সাওয়াব করা উচিৎ।

www.dawateislami.net

২৯. ঘুমানোও ইবাদত

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ، وَسُكُوْتُهُ تَسْبِيْحٌ، وَ دُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، وَعَمَلُهُ مُتَقَبَّلٌ

(শু'আবুল ঈমান, ৩/৪১৫, হাদীস: ৩৯৩৮)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: রোযাদারের ঘুম ইবাদত, তার নীরবতা তাসবীহ পাঠের ন্যায়, তার দোয়া কবুল এবং তার আমল মকবুল হিসেবে গৃহীত হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা: রোযাদার ব্যক্তির ঘুমও ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত; হোক তা ফরয বা নফল। রোযাদারের নীরবতা তাসবীহ পাঠের সমতুল্য। তার দোয়া এবং আমল মকবুল। রোযার এই ফযীলত সেই রোযাদারের জন্য যে গীবত ও অন্যান্য গুনাহের মাধ্যমে নিজের রোযাকে নষ্ট করে না।

৩০. মসজিদে দুনিয়াবি আলাপ

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِيْ مَسَاجِدِهِمْ فِيْ اَمْرِ دُنْيَاهُمْ، فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ

(শু'আবুল ঈমান, ৩/৮৬, হাদীস: ২৯৬২)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসবে যখন মসজিদে দুনিয়া নিয়ে আলোচনা হবে। তোমরা এমন লোকদের পাশে বসবে না। কারণ, মহান আল্লাহর কাছে এমন লোকের কোনো প্রয়োজন নেই।

হাদীসের ব্যাখ্যা: তার মানে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি দয়া করবেন না। অন্যথায় আল্লাহর কাছে কোনো বান্দারই প্রয়োজন নেই। তিনি সকল ধরনের প্রয়োজনীয়তা থেকে পূতঃপবিত্র। **(মিরআতুল মানাজীহ, ১/৪৫৭)**

www.dawateislami.net

৩১. প্রকৃত মুজাহাদা

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ

(শু'আবুল ঈমান, ৭/৪৯৯, হাদীস: ১১১২৩)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে।

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ নফসে আম্মারার সাথে যুদ্ধ করা যে নফসে আম্মারা মন্দ কাজের আদেশ দেয়। একজন মানুষের উচিৎ নফসে আম্মারাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি, নেক আমল এবং গুনাহ পরিহারের দিকে ধাবিত করা আর এর নামই হচ্ছে প্রকৃত মুজাহাদা।

৩২. বছর জুড়ে হালাল রিযিক

مَنْ جَاعَ اَوِ احْتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَرْزُقَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ

(শু'আবুল ঈমান, ৭/২১৫, হাদীস: ১০০৫৪)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: "যদি ক্ষুধার্ত ও অভাবী লোক তার অভাবের কথা গোপন রাখে, তবে আল্লাহ তাকে সারা বছর হালাল রিযিক দান করবেন।"

হাদীসের ব্যাখ্যা: এখানে ক্ষুধা বলতে বোঝানো হয়েছে সহনীয় পর্যায়ের ক্ষুধা যা মৃত্যু ঘটায় না - তা গোপন করা এবং নিজে রোজগার করে ক্ষুধা মেটানো উত্তম। কিন্তু ক্ষুধার কারণে মুমূর্ষু অবস্থা দেখা দিলে- তা প্রকাশ করা, কারো কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে প্রয়োজন মোতাবেক খাবার খাওয়া ওয়াজিব। যদি এ ক্ষেত্রে গোপন রাখা হয় এবং ক্ষুধার কারণে মৃত্যু ঘটে, তবে তা হারাম মৃত্যুর শামিল হবে।

www.dawateislami.net

৩৩. জান্নাতে চলে যাও

اُعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ، وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَاَفْشُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الْجِنَانَ

(আদাবুল মুফরাদ, হাদীস: ৯৮১, পৃষ্ঠা: ২৫৫)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: রহমানের ইবাদত করো, খাবার খাওয়াও, সালাম প্রসার করো আর জান্নাতে চলে যাও।

হাদীসের ব্যাখ্যা: সালাম প্রসারের অর্থ হলো সালামের রেওয়াজ চালু করা। ইসলামপূর্ব যুগে সাক্ষাতের সময় সালামের রেওয়াজ ছিলো না। ইসলাম "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" বলা শিখিয়েছে। খাবার খাওয়ানোর অর্থ হলো মেহমান, গরিব, এতিমদের খাবার দেওয়া। কারো কারো মতে হাদীসের অর্থ- সালাম উঁচু আওয়াজে দাও যাতে সম্মুখস্থ ব্যক্তি শুনতে পারে এবং নিজ সন্তানদের খাবার দাও। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটি অধিক শক্তিশালী। যদি তুমি তা অনুসরণ করো তবে আল্লাহর আযাব ও হিসাব থেকে নিরাপদে থাকবে এবং নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। যেখানে তুমি মহান আল্লাহ এবং ফেরেশতাদের কাছ থেকে সালাম পাবে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৩/১০২)**

৩৪. মৃত হৃদয়

الضِحْكُ فِي الْمَسْجِدِ ظُلْمَةٌ فِي الْقَبْرِ

(মুসনাদ আল-ফিরদাউস, ২/৪৩১, হাদীস: ৩৮৯১)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: মসজিদে হাসা কবরে অন্ধকার ডেকে আনে।

হাদীসের ব্যাখ্যা: মসজিদে হাসলে অন্তর মরে যায়, মৃত্যুর স্মরণ হতে অন্তর বিস্মৃত হয় আর সে কারণে কবরে অন্ধকারের সম্মুখীন হতে হয়। এজন্যই বলা হয় দুনিয়াওয়ালাদের হাসি অন্তরকে মৃত করে দেয়

www.dawateislami.net

এবং আল্লাহওয়ালাদের মুচকি হাসি অন্তরকে আলোকিত করে।

(ফায়যুল ক্বাদির, ৪/৩৪১, ৫২৩১ নং হাদীসের টীকা)

৩৫. আমলনামা খুশি করবে

مَنْ اَحَبَّ اَنْ تَسُرَّهٗ صَحِيْفَتُهٗ فَلْيُكْثِرْ فِيْهَا مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ

(মাজমাউ'য যাওয়ায়িদ, ১০/৩৪৭, হাদীস: ১৭৫৭৯)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে তার আমলনামা তাকে খুশি করবে, তাহলে সে যেন বেশি বেশি ইস্তিগফার করে।

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ যে ব্যক্তি আশা করে যে কিয়ামতের দিন তার আমলনামা তাকে সন্তুষ্ট করবে, তবে তার উচিৎ বেশি করে ইস্তিগফার করা। কেননা তা কিয়ামতের দিন নূরে উদ্ভাসিত হয়ে আগমন করবে।

(ফায়যুল ক্বাদির, ৬/৪৩)

৩৬.

مَنْ قَعَدَ اِلٰى قَيْنَةٍ يَسْتَمِعُ مِنْهَا صَبَّ اللّٰهُ فِيْ اُذُنَيْهِ الْاٰنِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(ইবনে আসাকির, ৫১/২৬৩, হাদীস: ১০৮৮৪)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যে ব্যক্তি গায়কের পাশে বসে, কান লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে গান শোনে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেবেন।

৩৭. বিদায়ী ব্যক্তির ন্যায় নামায

اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ صَلَاةَ مَنْ لَا يَظُنُّ اَنَّهٗ يَرْجِعُ اِلَيْهَا اَبَدًا

(জামি' সাগীর, পৃষ্ঠা: ৫০, হাদীস: ৭১৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামায আদায় করে, তখন সে যেন বিদায়ী ব্যক্তির মতো এই ভেবে আদায় করে যে সে আর কখনো নামায আদায় করতে সক্ষম হবে না।

হাদীসের ব্যাখ্যা: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামায পড়ে, তখন সে যেন তার পরিপূর্ণ মনোযোগ আল্লাহর দিকে দেয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু অন্তর থেকে পরিত্যাগ করে। বিদায়ী নামায সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এইভাবে বুঝিয়েছেন যে সে যেন ভেবে নেয় এই নামাযের পর আর কখনো সে নামায আদায় করতে পারবে না। তারপর যখন এই বিষয়টি তার মাথায় থাকবে, তখন নামাযে মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায় এমন বস্তু থেকে সে দূরে সরে আসবে এবং নামাযে ঐ ধরনের খুশূ' তার নসিব হবে যা "নামাযের রূহ"।

৩৮. ভালো নিয়্যত

اَلنِّيَّةُ الْحَسَنَةُ تُدْخِلُ صَاحِبَهَا الْجَنَّةَ

(জামি' সাগীর, পৃষ্ঠা: ৫৫৭, হাদীস: ৯৩২৬)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

অন্য একটি হাদীসে পাকে এসেছে - ভালো নিয়্যত আরশের সাথে ঝুলন্ত থাকে। বান্দা যখন ঐ ভালো নিয়্যত অনুযায়ী আমল করে, তখন আরশ নড়ে ওঠে এবং তাকে ক্ষমা করা হয়। **(তায়সীর বিশারহি জামিই'স সাগীর, ২/৪৬৪)**

www.dawateislami.net

৩৯.

اِسْتَاكُوْا اِسْتَاكُوْا لَا تَأْتُوْنِيْ قُلْحًا

(জাম'উল জাওয়ামি', ১/৩৪৯, হাদীস: ২৮৭৫)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: মিসওয়াক করো, মিসওয়াক করো। আমার কাছে হলদে দাঁত নিয়ে এসো না।

৪০. বিশেষ শাফাআ'ত

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةٌ لَهٗ عِنْدِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(জাম'উল জাওয়ামি', ৭/১৯৯, হাদীস: ২২২৩৫৩)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী: যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে, কিয়ামত দিবসে আমি তার জন্য শাফাআ'ত করবো।

হাদীসের ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তি জুমার দিনে (শুক্রবারে) দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য বিশেষ শাফাআ'ত করা হবে। জুমার দিন দরুদ শরীফ পাঠ করার অন্যতম কারণ হলো জুমা সপ্তাহের দিনগুলোর সর্দার। অন্যদিকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছেন সৃষ্টিজগতের সর্দার। তাই অন্য দিনের তুলনায় এদিন দরুদ শরীফ পাঠের ফযীলত বেশি।

(ফায়যুল ক্বাদির, ২/১১১, ১৪০৫ নং হাদীসের টীকা)

www.dawateislami.net

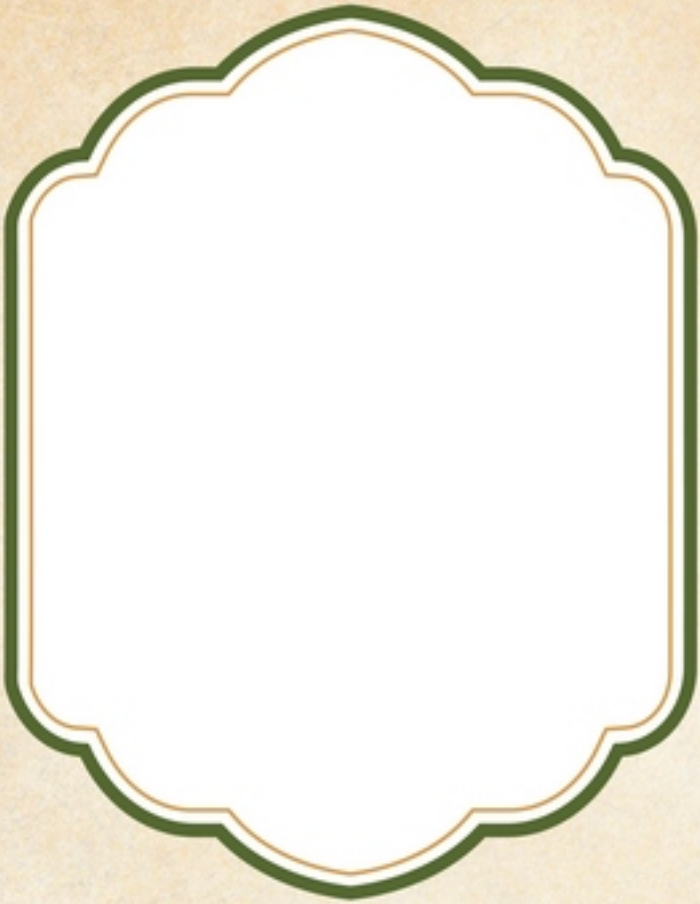

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net